# হানিফ-মায়ার যুদ্ধ

**খোন্দকার তাজউদ্দিন**

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জন্ম। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ অতিক্রম করেছে ৫৫ বছর। বাংলাদেশের রাজনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কাছে প্রাণের সংগঠনে পরিণত হয়েছে দলটি। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনটি এখন বাংলাদেশের রাজনীতির মতো নিজেই অতিক্রম করছে এক ক্রান্তিকাল।

আওয়ামী লীগ এখন জনগণের চেয়ে ক্ষমতার হালুয়া-রুটির কথা ভাবছে। বার্ধক্যের কারণে অধিকাংশ নেতার চলার গতি শ্লথ, কিন্তু পদ ছাড়ার কোনো ইচ্ছে নেই। আওয়ামী লীগের দর্শনটা যেন এ রকম, 'জন্মাবার আগে আওয়ামী লীগ পরিচয় থাকতে হবে, জন্মের পর আওয়ামী লীগ হওয়া যাবে না।' সে কারণেই পুরনো নেতৃত্বের পাশাপাশি নতুন যারা নেতৃত্ব পেলেন, তাদের একজনও বিকশিত হতে পারলেন না।

**আওয়ামী লীগ এখন জনগণের চেয়ে ক্ষমতার হালুয়া-রুটির কথা ভাবছে। বার্ধক্যের কারণে অধিকাংশ নেতার চলার গতি শ্লথ, কিন্তু পদ ছাড়ার কোনো ইচ্ছে নেই। আওয়ামী লীগের দর্শনটা যেন এ রকম, জন্মাবার আগে আওয়ামী লীগ পরিচয় থাকতে হবে, জন্মের পর আওয়ামী লীগ হওয়া যাবে না**

এর বিপরীতে পার্টি অফিসের সামনে এক নেতা অপর নেতার বিরুদ্ধে, এক কর্মী অপর কর্মীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বেড়ানোর কাজে নেমেছেন। অথচ সরকারবিরোধী আন্দোলনে এদের প্রায় কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় না রাজপথের মিছিলে।

এরই ধারাবাহিকতায় মহানগর আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শীর্ষ নেতা সাবেক মেয়র মোঃ হানিফ এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার দ্বন্দ্ব এখন চরমে পৌঁছেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাবের হোসেন চৌধুরীর গ্রুপিংসহ মহানগর আওয়ামী লীগের ত্রিমুখী গ্রুপিং।

হানিফ-মায়া দ্বন্দ্ব শুরু হয় আওয়ামী লীগ '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। হানিফ মেয়রের দায়িত্ব পালন করার কারণে

সংগঠনে তেমন সময় দিতে পারেননি। শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিগুলোয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং ভাষণ দিয়েছেন। এর ফলে তিনি মাঠকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। সে সময় তিনি একশ্রেণীর ঠিকাদার ব্যবসায়ী এবং আমলাদের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করতে থাকেন। এতে অনেক ত্যাগী কর্মী তার বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকে যার সুযোগ নেন মায়া। সিটি কর্পোরেশনে ছাত্রলীগের ছেলেদের চাকরি না হয়ে ছাত্রদলের ছেলেদের চাকরি হওয়ার পেছনে হানিফ সাহেবের হাত ছিল বলে দাবি করতে থাকে মায়া চৌধুরীর কর্মী-সমর্থকরা। সময় মতো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন না করা এবং সর্বশেষ খোকার বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার দেয়ায় হানিফ গ্রুপ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। যদিও আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জন করেছিল। ঢাকার নির্বাচনী ব্যয় বহনে হানিফের গড়িমসির কথা মায়া গ্রুপ সব সময় বলে আসছে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে নিজেকে রক্ষার জন্য মোঃ হানিফ বর্তমান সরকারের কাছে চারটি শর্ত জুড়ে দেয়, যা বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ৫ বছরে মায়ার দৌরাত্ম্য ছিল চরম পর্যায়ে। নৌ-পরিবহন প্রতিমন্ত্রীর ক্ষমতার দাপটেই তাঁর ছেলে দীপু চৌধুরী এবং ভাই স্বপন চৌধুরী প্রথম শ্রেণীর চাঁদাবাজ ও ভূমি দখলকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। উত্তরা এবং কলাবাগানে জমি-বাড়ি দখল করে সমালোচিত হন। দীপুর বিরুদ্ধে উত্তরায় হত্যাকান্ডের অভিযোগও পাওয়া যায়। মায়া চৌধুরীর বিরুদ্ধে কমিশন ভোগের অভিযোগ ওঠে।

## নির্বাচন নিয়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভাবনা

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে জাতীয় ঐক্যমঞ্চের আহ্বায়ক প্রখ্যাত আইনজীবী ড. কামাল হোসেন বলেন সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না। সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র জঙ্গিবাদ মানবতা ও গণতন্ত্রবিরোধী, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়। আমরা সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে নয়, জনতার সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে চাই।

জোট গঠন, শরিকদের মধ্যে আসন বণ্টন এবং আন্দোলন প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, জোট হবে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি, বাম প্রগতিশীল শক্তি, গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে। জোটের আসন ছাড়ার ব্যাপারে আলোচনা চলছে। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন চলছে এবং চলবে।

বিদেশী কূটনীতিকদের সঙ্গে সম্পর্ক, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মানি লন্ডারিং বিভিন্ন অভিযোগ এনে বিদিশা সিদ্দিকের বিরুদ্ধে যেসব মামলা হয়েছে সে প্রসঙ্গে জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এমপি বলেন, বিদিশা সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদের জন্য যা করেছে তা অন্য কেউ করেনি। বিদিশাকে আমি মূল আসামি মনে করি না। এটা একটা রাজনৈতিক খেলা।

চলমান আন্দোলন সম্পর্কে জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু বলেন, আমাদের ১৫ দলের সঙ্গে জোট রয়েছে। আমরা স্বাধীনতার সপক্ষের সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে জোট গঠন করবো। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

চলমান আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, আমাদের ১১ দলের সঙ্গে জোট রয়েছে। আমরা আমাদের মতো করে আন্দোলন করছি। সরকারবিরোধী আন্দোলনে কখনো কখনো আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্য হয়ে যাচ্ছে। জোটের ব্যাপারে এখনো কিছু হয়নি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট গঠন, আন্দোলন এবং নির্বাচন প্রসঙ্গে বিকল্প ধারা বাংলাদেশের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহী বি. চৌধুরী এমপি বলেন, ঐক্যের ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি। আলোচনা চলছে। কিভাবে হবে, কতোগুলো জোট হবে এ ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

**আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে এই সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে নেতারা গ্রুপিংয়ে লিপ্ত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে যারা দলের এমপি ছিলেন এবং ২০০৭ সালে যারা নির্বাচন করতে চান তারা সবাই থানা এবং ওয়ার্ড কমিটিতে নিজেদের পছন্দের লোকের প্রাধান্য থাকুক এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন। এটা করতে গিয়ে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের অনেক পছন্দের লোক এবং ত্যাগী কর্মী বাদ পড়ছে**

২০০১ সালে ক্ষমতার পতন হলে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য দীর্ঘদিন পর সম্মেলন করা হয়। কিন্তু মূল পদ বন্টন করা হয় হানিফ এবং মায়ার মধ্যেই। বিরোধী দলে এসেও শুরু হয় ক্ষমতা কুক্ষিগত এবং প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা। ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা কমিটি করার সময় এবং ঢাকা মহানগরে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার সময় মায়া চৌধুরী লাখ লাখ টাকা অগ্রিম টোকেন মানি গ্রহণ করেন বলে দলের লোকজনের মুখে মুখে প্রচারিত। বিষয়টি এক সময় দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিগোচর হয়। থানা কমিটি এবং ওয়ার্ড কমিটি করার সময় নেতা-কর্মীরা হানিফ গ্রুপ ও মায়া গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মায়া চৌধুরী কমিটি করার সময় তাতে বিত্তবান লোকজনের ঠাঁই করে দেন বলে হানিফ গ্রুপের অভিযোগ রয়েছে। অপর দিকে পোড় খাওয়া কর্মীরা বাদ পড়ছে- এই গুঞ্জনে সাবেক মেয়র হানিফ কমিটি অনুমোদন দেয়ার সময় তার সমর্থক নেতা-কর্মীদের নাম ঢুকিয়ে দিতে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে মায়া চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর শীতল সম্পর্ক যাচ্ছিল। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সভপতি পদে সাবেক মেয়র হানিফ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে তারই ছেলে সাঈদ খোকনকে মায়া গ্রুপ নিজেদের জন্য অশনি সংকেত মনে করছিল। মায়া গ্রুপের মায়া চৌধুরী, সাবের এমপি হাজী সেলিম, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, শাহ আলম মুরাদ, বজলুর রহমান প্রমুখ বিষয়টি তাদের মাথাব্যথার কারণ বলে মনে করেন। যদিও আন্দোলন-সংগ্রামে এক হাজী সেলিম ছাড়া আর কাউকে রাজপথে খুঁজে পাওয়া যায় না। গত ১৭ এপ্রিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু মারা গেলে অনেকটা প্রকাশ্যেই মায়া চৌধুরী ঘটনার জন্য হানিফ গ্রুপকে ইঙ্গিত করেন। এর মধ্য দিয়ে গ্রুপিংয়ের ষোলকলা পূর্ণ হয়। ওই সময় হানিফ গ্রুপের দাপটে মায়া গ্রুপ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছিল না। এইচএসসি পরীক্ষার মধ্যে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে হাজী সেলিমের মিছিল ছাড়া

# ‘মায়ার সাথে আমার কোনো বিরোধ নেই’

## সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আওয়ামী রাজনীতির অন্যতম আলোচিত নাম। জন্ম পুরাতন ঢাকার সিদ্দিক বাজারে ১৯৪৪ সালে। পিতা মরহুম আব্দুল আজিজ, মাতা মরহুমা মুন্নী বেগম। ৩ ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। আওয়ামী লীগের রাজনীতি শুরু সিদ্দিক বাজার ইউনিয়নের ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার হিসেবে। ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর এপিএস হিসাবে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শাহাদাত বরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন হলে তিনি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আসেন। তার বড় ভাই মোঃ সুলতান এক সময় ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সিদ্দিক বাজারের বাসভবনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বহু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কেটেছে। বঙ্গবন্ধুর দু’কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার শৈশব, কৈশোরের অনেক সময় কেটেছে এই বাড়িতেই। ’৭৫-এর পরবর্তী সময়ে মোঃ হানিফের সিদ্দিক বাজারের বাড়ি ছিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের ঘাঁটি। তিনি আওয়ামী লীগকে দিয়েছেন যেমন, পেয়েছেনও অনেক কিছু।

*সাপ্তাহিক ২০০০ : ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ কেমন চলছে?*

**মোহাম্মদ হানিফ :** ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ভালো চলছে। কোনো সমস্যা নেই।

*২০০০ : আপনার গ্রুপ এবং মায়া চৌধুরীর গ্রুপ প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে মিছিল-পাল্টা মিছিল এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মতো ঘটেছে কেন?*

**হানিফ :** আমার পক্ষ থেকে কোনো গ্রুপিং নেই। আমি কোনো গ্রুপিং করি না, এখনও করি না আগামীতে করবো না। মিছিল এবং ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে নাই।

*২০০০ : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন কি?*

**হানিফ :** আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না। দলীয় নেত্রী যে দায়িত্ব দেবেন তা পালন করব।

*২০০০ : গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন না কেন?*

**হানিফ :** দলীয় সিদ্ধান্ত ছিল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বর্জন। তাই নির্বাচন করিনি।

*২০০০ : তাহলে কী আগামীতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন?*

**হানিফ :** ২০০৩ সালের পল্টনের জনসভায় দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তো এর মধ্যেই আমাকে আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তার মানে আগামী নির্বাচনে আমি আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী।

মহানগরের কোনো ভূমিকা থাকে না। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মধ্যে টিভি-ক্যামেরা এলে আজম, নানকের সঙ্গে মায়া চৌধুরীর লোকদেখানো অভিনয় সর্বত্র হাস্যরসের উদ্রেক করে। হানিফ সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে দাবি করে যে, মায়া চৌধুরীর হরতালের সময় রাজপথে প্রকাশ্যে মিছিলে নেতৃত্ব দেয়া উচিত। অন্যদিকে মায়া গ্রুপের বক্তব্য হলো, সাবেক মেয়র হানিফ জনসভা হলে বক্তব্য দেয়া এবং সভাপতিত্ব করার জন্য যতটা উদগ্রীব থাকেন, হরতালে ততটাই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাদের আরো দাবি, হরতালে মায়া গ্রুপই মাঠে সক্রিয় থাকে। মায়া গ্রুপের অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, ‘হানিফ যখন মেয়র ছিলেন তখন সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী (সাবেক) শামসুল হক ভুঁইয়া, যান্ত্রিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল সুজাত আলী খন্দকার, অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস মিয়া এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডা. আশ্রাফ উদ্দিনের একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। এরাই সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করতো। ঐ সময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের নেতা-কর্মীরা পাত্তাই পেত না। হানিফের পুত্র সাঈদ খোকন এবং নিকট আত্মীয়স্বজনের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।

### বিরোধের শুরু যেভাবে

২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হলে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন। সে সময়ই দাবি ওঠে নতুন নেতৃত্বের। শুরু হয় লবিং-গ্রুপিং। সভাপতির দৌড়ে চারজনের নাম উঠে আসে- সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, মায়া চৌধুরী, সাবের হোসেন চৌধুরী এবং হাজী মোঃ সেলিম। এর পাশাপাশি ডা. এইচবিএম ইকবাল এবং কামাল আহমেদ মজুমদারও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। ঢাকা মহানগরজুড়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন নেতার নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ২০০৩ সালের ১৮ জুন সম্মেলনে শেখ হাসিনা হানিফ এবং মায়াকে পুনরায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন। ২০০৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি নগর শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটিসহ ২২টি থানা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়। ১০ মে থানার পূর্ণাঙ্গ কমিটিসহ সম্মেলনের মাধ্যমে ১০০টি ওয়ার্ড এবং ১৯টি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করতে নগর নেতাদের নেতৃত্বে গঠিত হয় ২২টি টিম। তারা এক মাসের বেশি সময় ধরে চেষ্টা করেও অনেক ওয়ার্ড ইউনিয়নে সম্মেলন করতে ব্যর্থ হন। যার মধ্যে রয়েছে সূত্রাপুর ও কোতোয়ালি থানার ১০টি ওয়ার্ড। সম্মেলন ছাড়াই টিম সদস্যরা নিজেদের মতো এ এলাকার কমিটি গঠন করে মহানগর সভাপতির কাছে পাঠান অনুমোদনের জন্য। অথচ এ এলাকা থেকে হানিফের পুত্র মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ খোকন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবেন। সে কারণে হানিফ নিজের পছন্দমতো অনেকের নাম ঢুকিয়ে দেন, যা মায়া মেনে নেননি।

মায়া গ্রুপের অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, ‘হানিফ যখন মেয়র ছিলেন তখন সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী (সাবেক) শামসুল হক ভুঁইয়া, যান্ত্রিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল সুজাত আলী খন্দকার, অ্যাডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস মিয়া এবং স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ডা. আশ্রাফ উদ্দিনের একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছিল। এরাই সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণ করতো

সেখান থেকেই বিপত্তি শুরু। পছন্দের

***২০০০ : ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে আরো গতিশীল করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ভাগে ভাগ করে দেয়ার প্রস্তাবটি কিভাবে দেখছেন?***

**হানিফ :** ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি ভাগে ভাগ করে কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। তবে দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যদি মনে করেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে উত্তর ও দক্ষিণে ভাগ করলে মঙ্গল হবে সে ব্যাপারে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

***২০০০ : '৭৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আপনি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি। বিষয়টি কতটুকু যৌক্তিক?***

**হানিফ :** বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দেয়া আর শাহাদতবরণের পরে নেতৃত্ব দেয়ার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। '৭৫-এর পরের সকল সরকারের মূল টার্গেট ছিল ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বঙ্গবন্ধুর প্রতি শতভাগ ভালোবাসা প্রদর্শন করে, তাঁর আত্মজা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ আগলে রেখেছি। আর এটা করতে হয়েছে সময়ের প্রয়োজনেই।

***২০০০ : ঢাকা মহানগর সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?***

**হানিফ :** সে আমার ছোট ভাইয়ের মতো। দীর্ঘ সময় আমার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। সকল ক্ষেত্রে আমি তাকে বড় ভাইয়ের আদর দিয়ে থাকি। সে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বড় ভাইয়ের মতো শ্রদ্ধা করে।

***২০০০ : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন থানার কমিটি করা নিয়ে আপনার সঙ্গে বিরোধ তুঙ্গে রয়েছে।***

**হানিফ :** তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বিরোধের কোনো কারণ নেই। কমিটি গঠন নিয়ে কোনো বিরোধ নেই।

***২০০০ : অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু হত্যায় আপনার প্রতিক্রিয়া কি?***

**হানিফ :** অ্যাডভোকেট বাচ্চু মহানগরের ত্যাগী নেতা ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করেছে। আমি ঢাকা মহানগরের সভাপতি হিসেবে এ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত চাই এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

***২০০০ : দেশে একের পর এক রাজনৈতিক হত্যাকান্ড হচ্ছে অথচ বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কোনো যৌক্তিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না। আপনার কি মনে হয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দল আন্দোলনে সফল হবে?***

**হানিফ :** বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সরকার পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী খুন করছে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে দিচ্ছে না। '৯৬ সালে বিরোধী দল শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই আন্দোলনে সফল হয়েছিল। তিনি এখনও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। আমি আশা করি এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, সরকারবিরোধী আন্দোলনে তিনি অবশ্যই সফল হবেন ইনশাআল্লাহ।

নেতাকে নেতৃত্বে বসাতে গিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন হানিফ-মায়া। এর সঙ্গে শুরু হয় ক্ষমতার পাঁচ বছরের হিসাব-নিকাশ। একজন সহসভাপতির রহস্যময় ভূমিকা সার্বিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীনতাবিরোধী এক ব্যক্তির ভাতিজা হয়ে যান ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান নেতা। ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। বিভিন্ন ওয়ার্ডে পদত্যাগ করলেও পরে শেখ হাসিনার নির্দেশে তা প্রত্যাহার করেন। লালবাগ-হাজারীবাগে কমিটিতে হাজী সেলিমের এবং সবুজবাগ-খিলগাঁওয়ে সাবের হোসেন চৌধুরীর পছন্দের নেতা-কর্মী বাদ পড়ায় দু'জনই ক্ষুব্ধ হন। রাজধানীর ৮ আসনের আগামী দিনের মনোনয়ন প্রত্যাশীরা নিজেদের মতো করে কমিটি চেয়ে বসেন। শুরু হয় লবিং-গ্রুপিং।

এদিকে হানিফ একতরফাভাবে ১৫টি

**চলমান আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ৩০ এপ্রিলের ডেড লাইন দিয়ে। এই ডেড লাইন ক্ষতির ইমেজ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ৩০ এপ্রিল পরবর্তী আওয়ামী লীগ আন্দোলন বেগবান করতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীদের মাঝে দ্বিধা, সংশয়, উৎকণ্ঠা কাজ করেছে। বর্তমানে আওয়ামী লীগের আন্দোলন চলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার, নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে**

টাকার বিনিময়ে ঢোকানো হয় ব্যবসায়ী নেতাদের। বাদ পড়েন ত্যাগী নেতা-কর্মীরা। উৎকোচ গ্রহণ করার বিষয়টি পার্টির সব স্তর ছাড়িয়ে এক সময় পৌঁছে যায় শেখ হাসিনার কানে। বিষয়টি নিয়ে তিনি মায়া চৌধুরীকে সতর্ক করে দেন। পছন্দের নেতা-কর্মী বাদ পড়ায় শ্যামপুর-ডেমরা সাবেক এমপি আলহাজ মোল্লা হাবিবুর রহমান দল থেকে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে একক স্বাক্ষরে শেখ হাসিনার কাছে চিঠি পাঠানোর পর পরিস্থিতি আরো জটিল হয়। মে মাসের মাঝামাঝিতে মায়া চৌধুরীর নির্দেশে তাঁর সমর্থকরা মোঃ হানিফের বিরুদ্ধে লিফলেট বিতরণ করে। এ সময় হানিফ সমর্থক এবং মায়া সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া শুরু হয়। এক সময় মায়া চৌধুরীসহ তার সমর্থকরা পার্টি অফিস থেকে আক্রমণের মুখে বিতাড়িত হন। দু'নেতা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দেন। গত ১৭ এপ্রিল পেশাদার সন্ত্রাসীদের গুলিতে মহানগর আওয়ামী লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম বাচ্চু মারা যান। এর পেছনে তেজগাঁওয়ের মাদক ব্যবসা এবং চাঁদাবাজির ঘটনা জড়িত থাকলেও মায়া চৌধুরী দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে দলীয় কোন্দল ও পরোক্ষভাবে হানিফ গ্রুপ জড়িত বলে ইঙ্গিত দেন। এরপরই মোঃ হানিফ প্রকাশ্যে মায়া চৌধুরীর সঙ্গে এক মঞ্চে রাজনীতি করবেন না বলে ঘোষণা দেন। হানিফ সংগঠনের কর্মসূচি বয়কট করেন। উভয় নেতাকে এক মঞ্চে আনার জন্য দলীয় সভানেত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় নেতারা উদ্যোগ নেন এবং ব্যর্থ হন। দু'নেতার দ্বন্দ্ব মেটানোর পাশাপাশি বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড কমিটিগুলোর মধ্যে বিরাজমান বিরোধ নিরসন করতে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে দলের ৮ প্রেসিডিয়াম সদস্যের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ৮টি কেন্দ্রীয় কমিটি। আমির হোসেন আমু মিরপুর-পল্লবী-কাফরুল, আব্দুর রাজ্জাক এমপি সবুজবাগ-মতিঝিল-খিলগাঁও, তোফায়েল আহমেদ সূত্রাপুর-কোতোয়ালি, আব্দুল জলিল এমপি ও মতিয়া চৌধুরী ডেমরা-শ্যামপুর, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এমপি ধানমন্ডি-মোহাম্মদপুর, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি তেজগাঁও-রমনা, কাজী জাফরউল্লাহ এমপি লালবাগ-হাজারীবাগ-

# জোট নির্বাচন রাজনীতি

২০০১ সালের ১ অক্টোবর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে আরেক ট্র্যাজেডির নির্মম মুহূর্ত। এদিন থেকে আওয়ামী লীগকে নতুন চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হতে হয়। দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারি দলের নির্মম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ দেশবাসীকে হতবাক করে দেয়। শুরু হয় দল পুনর্গঠনের পালা। বের করে আনা হয় নতুন নেতৃত্ব, পরিবর্তন করা হয় গঠনতন্ত্র।

সারা দেশে সাংগঠনিক কর্মকান্ড চালাতে গিয়ে দলীয় সিনিয়র নেতারা দলীয় কোন্দলের ভয়াবহ মাত্রা দেখতে পান। যার ঢেউ লাগে খোদ রাজধানীতে। দলীয় কোন্দলই আওয়ামী রাজনীতির মূল সমস্যা। অথচ এই সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন কোনো আন্তরিকতা নেই।

বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিপরীতে আওয়ামী লীগ মাঝে মাঝে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির মহাজোটের কথা বললেও তার রূপরেখা কেমন হবে তা প্রকাশ এখনো করেনি। এ প্রসঙ্গে দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেন 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি, প্রগতিশীল বাম গণতান্ত্রিক শক্তি, ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসী কিন্তু মৌলবাদে বিশ্বাসী নয় তাদের সঙ্গে জোট হবে'। জোট গঠন হলে জোটের শরিকদের কত আসন ছেড়ে দেয়া হতে পারে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। এ প্রসঙ্গে দলের প্রভাবশালী প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'জোটের শরিকদের কতটি আসন ছাড়া হবে সে ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এটা জোটের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে।'

চলমান আন্দোলনে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ৩০ এপ্রিলের ডেড লাইন দিয়ে। এই ডেড লাইন ক্ষতির ইমেজ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ৩০ এপ্রিল পরবর্তী আওয়ামী লীগ আন্দোলন বেগবান করতে পারেনি। সে ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীদের মাঝে দ্বিধা, সংশয়, উৎকণ্ঠা কাজ করেছে। বর্তমানে আওয়ামী লীগের আন্দোলন চলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার, নির্বাচন কমিশন সংস্কারের দাবিতে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ এমপি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য জাতীয় ঐক্যভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা।' '৯৬ এবং ২০০১-এর নির্বাচনের পর বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিরূপ আলোচনা করেছে। ২০০১-এর নির্বাচনে প্রশাসন বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেছে। তাই সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার করা

কামরাঙ্গীরচর এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী গুলশান-উত্তরা-বাড্ডা-বিমানবন্দর-ক্যান্টনমেন্ট থানার দায়িত্ব পেয়েছেন।

দ্বন্দ্ব নিরসনে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ ভেঙে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ করার প্রস্তাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বিকল্প নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টির বিষয়টি কাজ করছে।

**মূল গ্রুপিং নির্বাচনকে ঘিরে**

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজধানীকেন্দ্রিক চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের রাজনীতির বাস্তবতা হলো যেকোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় আর বিরোধী দল জনগণের কাছাকাছি থাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ বিবেচনাকে সামনে রেখে বর্তমানে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে আগামীতে ক্ষমতায় যাবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

বস্তুত ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগে হঠাৎ করে এই গ্রুপিংয়ের মূল কারণ আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং ২০০৭ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। দুই নির্বাচনকে ঘিরে নানা সমীকরণ চলছে আওয়ামী লীগ শিবিরে। আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করতে চান সাবেক মেয়র মোঃ হানিফ, মায়া চৌধুরী, সাবের হোসেন চৌধুরী ও হাজী মোঃ সেলিম। গ্রুপিংয়ে মায়া চৌধুরী এবং হাজী মোঃ সেলিম এক প্লাটফরমে থেকে কাজ করছে। অপরদিকে মোঃ হানিফ এবং সাবের হোসেন চৌধুরী আলাদা আলাদা ভাবে গ্রুপ পরিচালনা করছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৮টি আসনে চলছে নানা সমীকরণ। আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে এই সুখ স্বপ্নে বিভোর হয়ে নেতারা গ্রুপিংয়ে লিপ্ত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে যারা দলের এমপি ছিলেন এবং ২০০৭ সালে যারা নির্বাচন করতে চান তারা সবাই থানা এবং ওয়ার্ড কমিটিতে নিজেদের পছন্দের লোকের প্রাধান্য থাকুক এটা নিশ্চিত করতে চাচ্ছেন। এটা করতে গিয়ে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের অনেক পছন্দের লোক এবং ত্যাগী কর্মী বাদ পড়ছে। ঢাকা মহানগর সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের চিন্তাধারার সঙ্গে বিভিন্ন আসনে আগামীতে যারা নির্বাচন করবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মিল হচ্ছে না। যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা, বাড়ছে গ্রুপিং।

**রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা,দ্রব্যমূল্যের চরম লাগামহীন উর্ধ্বগতি, পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা, একুশে আগস্ট শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া হত্যাসহ লেখক, বুদ্ধিজীবী হত্যার মতো ইস্যু পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি।**

মিরপুর-পল্লবী-কাফরুল সমন্বয়ে (ঢাকা-১১) এ আসনে ১৯৯৬ সালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন কামাল আহমেদ মজুমদার। ২০০১-এর নির্বাচনে পরাজিত হলেও আসনটিতে তিনি এখনো মূল প্রার্থী হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা মনোনয়ন প্রত্যাশী। এখানে কামাল আহমেদ মজুমদার সমর্থন করেন সাবেক মেয়র হানিফকে, অপরদিকে ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা সমর্থন করেন মায়া চৌধুরীকে।

সবুজবাগ-মতিঝিল-খিলগাঁও সমন্বয়ে (ঢাকা-৬) আসনটির আগামী দিনের একক প্রার্থী বিরোধীদলীয় নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী। এখানে তুলনামূলক গ্রুপিং কম। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সাবের হোসেন চৌধুরীর সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো।

সূত্রাপুর-কোতোয়ালি (ঢাকা-৭) আসনটির আগামীদিনের প্রার্থী সাঈদ খোকন। মোঃ হানিফের নিজের আসন হওয়া সত্ত্বেও মায়া চৌধুরীর অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে কমিটি করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বলে হানিফ গ্রুপের কর্মীরা দাবি করেছেন।

ডেমরা-শ্যামপুর (ঢাকা-৪) আসনে আগামী দিনের প্রার্থী আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা তবে বিরোধীদলীয় নেত্রীর

দরকার। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সংস্কার করা একান্ত অপরিহার্য।

বর্তমান অবস্থায় সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়ই আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল ইতিমধ্যে সারা দেশে তিনশত আসনের জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে মাঠে গ্রহণযোগ্য এবং গ্রুপিংয়ের ঊর্ধ্বে থাকা প্রার্থীগণকে প্রাধান্য দেয়া হবে। অর্থাৎ নির্বাচনমুখী রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাচ্ছে। এরপরও আওয়ামী লীগের টপ টু বটম রয়েছে গ্রুপিং সমস্যা। রাজধানী ঢাকার গ্রুপিং নিরসন করার জন্য ইতিমধ্যে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের সাংসদগণ ইতিমধ্যে তাদের সব পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে জমা দিয়েছেন। সময়-সুযোগ মতো তার ব্যবহার করা হবে।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনার কাছের মানুষ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, দলীয় সিদ্ধান্ত আছে। দলের সংসদ সদস্যগণ পদত্যাগপত্র স্বাক্ষর করে দলীয় সভানেত্রীর কাছে জমা দিয়েছেন। উপযুক্ত সময়ে এর ব্যবহার করা হবে।

আওয়ামী লীগের চলমান কার্যক্রমে দলের তৃণমূল কর্মীরা হতাশ। অনেকে মনে করেন দলের সভানেত্রীর নির্দেশ যথাযথ পালন হচ্ছে না। দলের সভনেত্রীর চলমান আন্দোলনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিরোধী দলের নেত্রীর রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, '৭৫ সালে জাতির জনককে হত্যার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক রাজনীতি সামরিক জান্তার বুটের নিচে পিষ্ট হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরে এসে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরপর দু'জন সামরিক শাসকের সময় দেশের মানুষের ভোটের অধিকার বলতে কিছু ছিল না। শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টাই জাতিকে ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছে। তিনিই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছেন। বর্তমান সরকার সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে এবং সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় থেকে যেতে চায়। সরকারের এই 'পোড়ামাটি' নীতি কখনই সফল হবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অচিরেই জনগণের সরকার কায়েম হবে। মৌলবাদকে ঘিরে দেশ-বিদেশে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট অবস্থান মৌলবাদী শক্তির বিপরীত পাশে। মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সব সময় সোচ্চার রয়েছে। মৌলবাদী শক্তির বিকাশ এ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। মৌলবাদী শক্তির বিকাশ এবং আওয়ামী লীগের অবস্থান প্রসঙ্গে জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক রায় রমেশ চন্দ্র সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ দেশে মৌলবাদী শক্তির পুনর্জন্ম হয়েছে জিয়ার হাত ধরে আর বিকশিত ও লালন করছে বর্তমান সরকার। মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ একে অপরের পরিপূরক। মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী শক্তিকে অবশ্যই রুখতে হবে। মৌলবাদী শক্তিকে বিনাশ করতে আওয়ামী লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।'

পিএস ড. আওলাদ হোসেনও মনোনয়ন প্রত্যাশী। মূলত ড. আওলাদের ইচ্ছায় কমিটি হওয়ায় একসময় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে চিঠি দেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর কাছে। পরবর্তীতে শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপে বিষয়টির মীমাংসা হয়। এখানে হাবিবুর রহমান মোল্লা। সহযোগিতা পান হানিফ গ্রুপের, অপরদিকে ড. আওলাদ সহযোগিতা পান মায়া গ্রুপের।

ধানমন্ডি- মোহাম্মদপুর (ঢাকা-৯) আসন থেকে এখনও সম্ভাব্য কোনো প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি। সাবেক এমপি আলহাজ মকবুল হোসেন মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তায় ভোগায় দলীয় কর্মসূচিতে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। তবে কোনো গ্রুপিং নেই।

## মহানগর আওয়ামী লীগের পূর্বকথা

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের জয়যাত্রা সেই পাকিস্তান আমল থেকে। সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ইয়ার মোহাম্মদ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে এ সংগঠন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। তখন সংগঠনের সভাপতি ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন পল্টু। '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে এ কমিটি বহাল ছিল। স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এসেও গাজী গোলাম মোস্তফা এবং মোজাফফর হোসেন পল্টুর কমিটি বহাল রাখেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবরণের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে সংগঠনের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধুর পিএস মোহাম্মদ হানিফ। '৭৫-পরবর্তী প্রথম কাউন্সিলে মোহাম্মদ হানিফ সভাপতি এবং হাশেম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরের কাউন্সিলে মোঃ হানিফ সভাপতি এবং এমএ আজিজ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৭৯-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের কাছে পরাজিত হন মোহাম্মদ হানিফ।

'৮৪ সালে নতুন করে আওয়ামী লীগ ও বাকশাল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে মোহাম্মদ হানিফ দ্বন্দ্ব নিরসন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে তার শ্বশুর ঢাকার সাবেক মেয়র মাজেদ সরদারের প্ররোচনায় জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন এবং দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চাপে এবং শেখ হাসিনার আহ্বানে মাত্র কয়েক মাসের মাথায় আবার দলে ফিরে আসেন। ওদিকে মোহাম্মদ হানিফ জাতীয় পার্টিতে চলে গেলে মোঃ ওমর আলী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীর বিক্রম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। মোঃ হানিফ দলে ফিরে আসায় পরের বছর কাউন্সিলে মোহাম্মদ হানিফকে সভাপতি এবং মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০৩ সালের ১৮ জুন সর্বশেষ কাউন্সিলেও মোহাম্মদ হানিফ সভাপতি এবং মায়া চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

তেজগাঁও-রমনা (ঢাকা-১০) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ডা. এইচ বিএম ইকবাল নিজেই অনিশ্চয়তায় আছেন। নেতাকর্মীদের সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগ নেই। এখানকার থানা কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি ও ইউনিট কমিটিগুলিতে মায়া চৌধুরী গ্রুপের চাঁদপুর এবং বিক্রমপুর লোকজনের প্রাধান্য দিতে গিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এইচ বিএম ইকবাল সহযোগিতা পান হানিফ গ্রুপের, প্রতিপক্ষ গ্রুপ সহযোগিতা পান মায়া চৌধুরীর। গ্রুপিং তুঙ্গে থাকায় আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি এখানে পালিত হয় না।

লালবাগ-হাজারী বাগ-কামরাঙ্গীর চর (ঢাকা-৮) আসনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রার্থী সাবেক এমপি হাজী মোঃ সেলিম যাকে সহযোগিতা করছেন মায়া। অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে সহযোগিতা করে মোঃ হানিফ। এবং মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ।

গুলশান-উত্তরা-বাড্ডা-ক্যান্টনমেন্ট-বিমানবন্দর (ঢাকা-৫) আসনে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক এমপি মোঃ রহমত উল্লাহ। তিনি হানিফ গ্রুপের সঙ্গে জড়িত। এখানে তেমন কোনো গ্রুপিং না থাকলেও। হরতালের দিনেও আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি পালন হয় না।

### প্রভাব পড়েছে অন্য ৫ আসনেও

হানিফ-মায়া দ্বন্দ্ব প্রভাব পড়েছে ঢাকা

# ‘মোহাম্মদ হানিফ আমার বড় ভাই তার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই’

**মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া**

ছাত্রজীবনে ছিলেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য তাকে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপরই তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭৫ সালে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে তিনি ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। মোহাম্মদ হানিফ দল ত্যাগ করে জাতীয় পার্টিতে তিন মাসের জন্য গেলে তিনি ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরের বছর মোহাম্মদ হানিফ সভাপতি এবং তিনি সাধারণ সম্পাদক হন। ২০০৩ সালের সর্বশেষ কাউন্সিলেও তিনি সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

*সাপ্তাহিক ২০০০ : ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ কেমন চলছে?*

**মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া :** ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে চলছে। কোনো সমস্যা নেই।

*২০০০ : আপনার সঙ্গে সভাপতি মোহাম্মদ হানিফের তো বিরোধ তৈরি হয়েছে?*

**মায়া :** হানিফ ভাই আমার বড় ভাই। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই। পত্রপত্রিকা তো তাদের মতো করে লিখেছে। আমরা মিলেমিশে কাজ করছি।

*২০০০ : বিরোধ কি কমিটি করা নিয়ে?*

**মায়া :** কমিটি করা নিয়ে কোনো বিরোধ নেই।

*২০০০ : নেতৃত্বের প্রশ্নে কোনো বিরোধ আছে কি?*

**মায়া :** বললাম তো কোনো বিরোধ নেই। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। তিনি আমার বড় ভাই।

*২০০০ : মোহাম্মদ হানিফকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?*

**মায়া :** মোহাম্মদ হানিফ আমার বড় ভাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমার নেতা। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের যেকোনো কর্মসূচিতে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর নেতৃত্বে কাজ করে থাকি। আমি তাকে রাজনীতিতে বড় ভাইয়ের মতো জানি।

জেলার অপর ৫টি আসনে। ঢাকা-১২ সাভার আসনে হানিফ গ্রুপের লোকজন সমর্থন করে গতবারের প্রার্থী তালুকদার তৌহিদজং মুরাদকে। অপরদিকে মায়া গ্রুপ সমর্থন করে নতুন মনোনয়ন প্রত্যাশী শিল্পপতি হাসিনাদ্দৌলাকে। ঢাকা-১৩ ধামরাই আসনে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি বেনজীর আহমদকে চায় হানিফ গ্রুপ। এখানে নতুন প্রার্থী আসুক তা চায় মায়া গ্রুপ। ঢাকা-১ দোহারে হানিফ গ্রুপ সমর্থন করে বিশিষ্ট শিল্পপতি সালমান এফ রহমানকে। ঢাকা-২ নবাবগঞ্জ আসনে হানিফ গ্রুপের সমর্থন রয়েছে নতুন মনোনয়ন প্রত্যাশী দৈনিক জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদকে অপরদিকে মায়া গ্রুপ সমর্থন রয়েছে গতবারের প্রার্থী নূর আলীর প্রতি। অবশ্য কেরানীগঞ্জে ঢাকা-৩ আসনে আওয়ামী লীগের গতবারের প্রার্থী নসরুল হামিদ বিপুকে এখন পর্যন্ত উভয় গ্রুপ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

### গ্রুপিংয়ের সর্বশেষ

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের গ্রুপিংয়ের সর্বশেষ সংযোজন ঐক্যবদ্ধ ঢাকাবাসি। এক সময় যারা ঢাকার নেতা অথচ মায়া চৌধুরীর সঙ্গে ছিল তারা এখন ঢাকার সন্তান প্রশ্নে মোঃ হানিফের সঙ্গে চলে এসেছে। মহানগর অফিস হানিফ সমর্থকদের দখলে। যদিও মোঃ হানিফ মহানগর অফিসে আসেন না। অবস্থাদৃষ্টে ধারণা করা হয়, মহানগর আওয়ামী লীগের দুই-তৃতীয়াংশ নেতা-কর্মী সমর্থক এখন মোঃ হানিফের সঙ্গে। পরিস্থিতি সালামাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে উভয় নেতাকে ১৫ দিনের আল্টিমেটাম দেয়া হয়েছিল সকল বিভেদ দূর করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে। এতে খানিকটা কাজ হয়েছে। দু'গ্রুপ আপাতত একত্রে কাজ করছে। দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার পরিপূর্ণ সমর্থন থাকার পরেও কর্মী সমর্থকদের অপ্রতুলতা মায়া চৌধুরীকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করেছে। তবে ভেতরে ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মেটার বা কমার কোনো লক্ষণই নেই।

**বর্তমান অবস্থায় সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়ই আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধান বিরোধী দল ইতিমধ্যে সারা দেশে তিনশত আসনের জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে মাঠে গ্রহণযোগ্য এবং গ্রুপিংয়ের উর্ধ্বে থাকা প্রার্থীগণকে প্রাধান্য দেয়া হবে। অর্থাৎ নির্বাচনমুখী রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাচ্ছে**

### হানিফ-মায়া দ্বন্দ্বে ক্ষতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের বর্তমান দ্বন্দ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আওয়ামী লীগ। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা,দ্রব্যমূল্যের চরম লাগামহীন উর্ধ্বগতি, পরিকল্পিত রাজনৈতিক হত্যা, একুশে আগস্ট শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া হত্যাসহ লেখক, বুদ্ধিজীবী হত্যার মতো ইস্যু পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি। আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা মহানগর। এই ঢাকা মহানগর যতদিন আন্দোলনে সচল না হবে ততদিন সফল হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা মহানগরের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে ঢাকার ১৩টি আসনের ফলাফল। মহানগর, থানা, ওয়ার্ড এবং ইউনিট পর্যায়ে যেভাবে গ্রুপিং শুরু হয়েছে তাতে নিশ্চিত বিজয় যদি হাত ছাড়া হয়ে যায় তবে তার দায়দায়িত্ব ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ অস্বীকার করতে পারবে না। বিএনপি'র পেটোয়া বাহিনী যখন লাগামহীনভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী-সমর্থকদের পিটিয়ে ঘরছাড়া করছে তখন হানিফ-মায়ার এই দ্বন্দ্ব কোনো নেতা-কর্মী আশা করে না, জনগণও এই নেতিবাচক রাজনীতি প্রত্যাশা করে না।